(৩৭)

প্রথম আলো

তারিখ ... JUL 28 2006 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৮

মাদ্রাসাশিক্ষা সংস্কারে পশ্চিমবঙ্গের পরামর্শ চেয়েছে পাকিস্তান

কলকাতা প্রতিনিধি

পশ্চিমবঙ্গের মাদ্রাসাশিক্ষায় ব্যাপক সংস্কার পাকিস্তানের নজর কেড়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাদ্রাসাশিক্ষাকে যুগোপযোগী ও আধুনিক করার যেসব পরিকল্পনা নিয়েছে, সেগুলোতে আগ্রহবোধ করেছে ইসলামাবাদ সরকার। সে কারণেই নয়াদিল্লির পাকিস্তান দূতাবাস মাদ্রাসাশিক্ষায় গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে পরামর্শ চেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের কাছে।

এ লক্ষ্যে দিল্লির পাকিস্তানি দূতাবাসের প্রথম সচিব (রাজনৈতিক) মহম্মদ খালিদ জামালি সম্প্রতি একটি চিঠি দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাদ্রাসাশিক্ষা ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী আবদুস সাত্তারের কাছে।

ওই চিঠিতে জামালি লিখেছেন, 'আপনি নিশ্চয়ই জানেন ৯/১১ পরবর্তী সময়ে মাদ্রাসাগুলোকে সন্ত্রাসবাদীদের মূল আস্তানা হিসেবে চিহ্নিত করেছিল পশ্চিমা দুনিয়া। সেই বদনাম ঘোচাতে প্রেসিডেন্ট মোশাররফের নেতৃত্বে পাকিস্তান নানা সংস্কার কর্মসূচি নিয়েছে।' পশ্চিমবঙ্গে মাদ্রাসাশিক্ষা সংস্কারের ব্যাপারে জামালি তার দেশের আগ্রহের কথা জানান।

পশ্চিমবঙ্গের মাদ্রাসাশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আবদুস সাত্তার পাকিস্তানের আগ্রহের ব্যাপারে বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিগত ৩০ বছরে রাজ্যের মাদ্রাসাশিক্ষায় এমন সব পরিবর্তন এনেছে, যা পাকিস্তানকে আকৃষ্ট করেছে। তিনি বলেছেন, মাদ্রাসায় কেবল ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়ার বিধান থাকলেও পশ্চিমবঙ্গে ঘটেছে ব্যতিক্রম। পশ্চিমবঙ্গের মাদ্রাসা শিক্ষাকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে শিক্ষার মূল স্রোতে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার যে পাঠক্রম তা চালু করা হয়েছে মাদ্রাসায়। মাদ্রাসায় পাস করা সার্টিফিকেট দেশের সর্বত্র স্বীকৃত। মাদ্রাসার শিক্ষকও নিয়োগ হয় স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে। মন্ত্রী আরও জানান, ১৯৭৭ সালে মাদ্রাসার শিক্ষা উন্নয়নে যেখানে ৫ লাখ ৬০ হাজার টাকা বরাদ্দ ছিল, এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩০ কোটিতে। এসেছে মাদ্রাসায় কম্পিউটারসহ আধুনিক শিক্ষা।

শিক্ষামন্ত্রী আবদুস সাত্তার আরও বলেন, তিনি কেন্দ্রীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এ সংক্রান্ত তথ্য পাঠাবেন পাকিস্তান দূতাবাসে। যদিও পাকিস্তান দূতাবাস সরাসরি রাজ্য সরকারের কাছে চিঠির মাধ্যমে পরামর্শ চেয়েছে।